চরাঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন:
সকল অংশীজনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এগুনোর বিকল্প নেই

আঞ্চলিক চর কনভেনশন ২০২১-এ উদ্বোধনী বক্তৃতা

Unnayan Shamannay

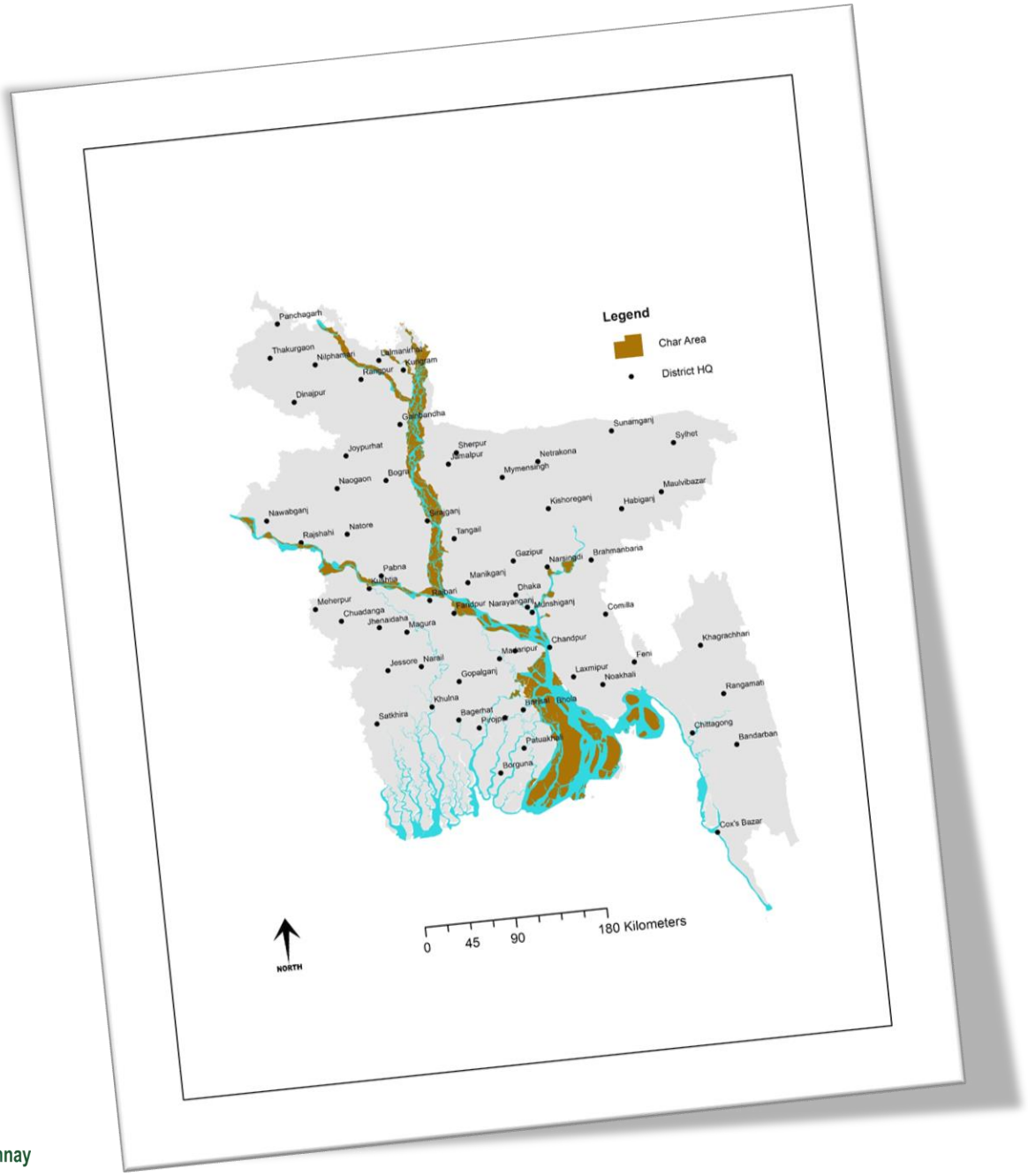

বাংলাদেশে ৮,৩১৫ বর্গকিলোমিটার চর ভূমিতে বসবাস করছেন প্রায় ৬৭ লক্ষ মানুষ (সূত্র: উন্নয়ন সমন্বয় ২০১৯)

চরের জীবন-মানের উন্নয়ন বিশেষ করে বিগত ১০-১২ বছরে আলাদা গতি ও নীতি-অগ্রাধিকার পেয়েছে

সরকারের পাশাপাশি অ-সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও এক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে

Unnayan Shamannay

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির জায়গা থেকে
চরের উন্নয়ন জাতীয় বাজেটে ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে

National Char Alliance

ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্সের চর-বান্ধব পলিসি অ্যাডভোকেসি
এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে

Unnayan Shamannay

চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে তিন খাতের মোট এডিপি বরাদ্দের ২৩ শতাংশ যাচ্ছে সুনির্দিষ্টভাবে চর উন্নয়ন প্রকল্পে-

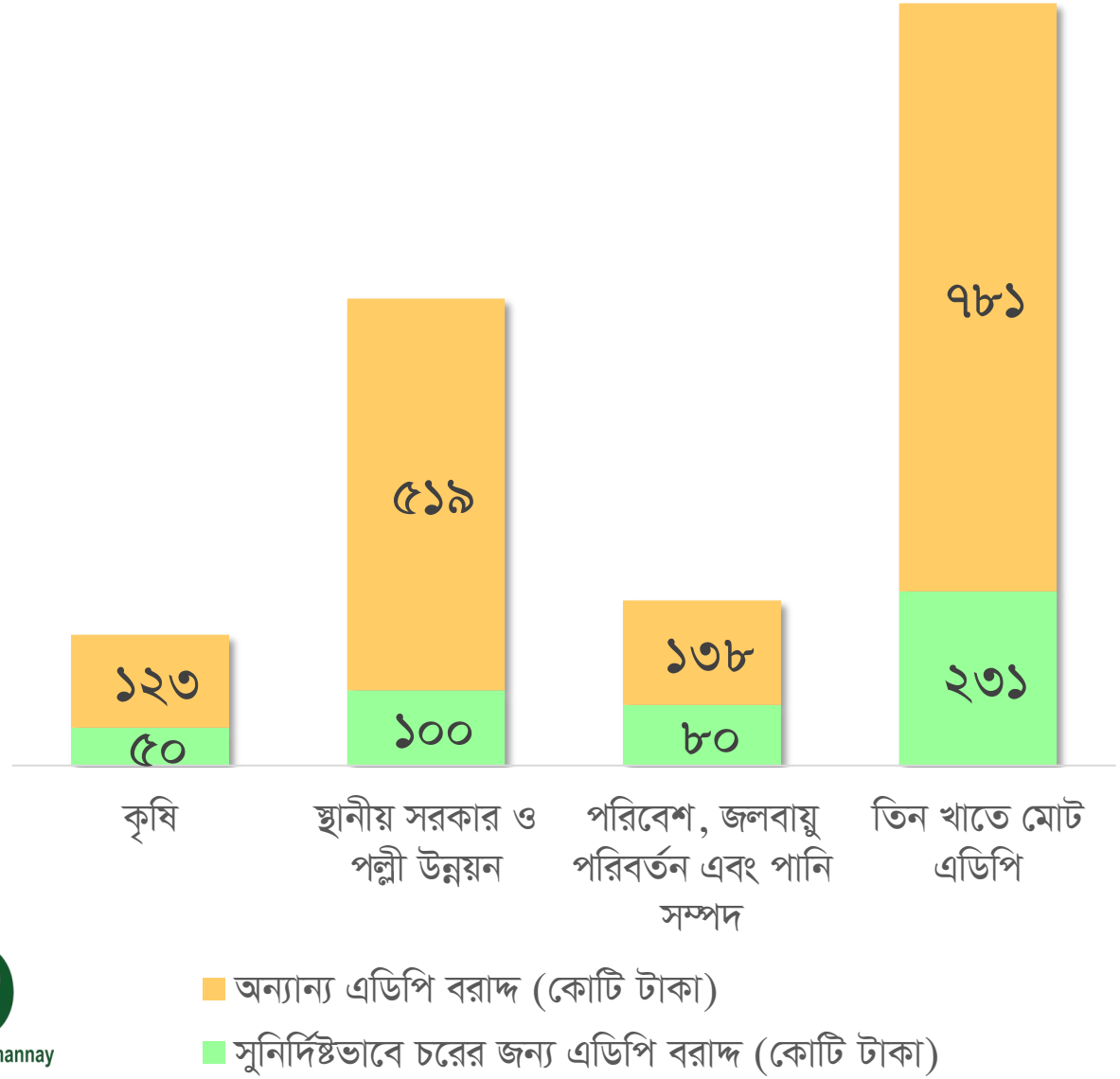

- কৃষি এডিপি ১৭৩ কোটি টাকা, সুনির্দিষ্টভাবে চরের জন্য যাচ্ছে ৫০ কোটি টাকা (২৯ শতাংশ)
- স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নে ৬১৯ কোটি টাকা, সুনির্দিষ্টভাবে চরের জন্য ১০০ কোটি টাকা (১৬ শতাংশ)
- পরিবেশ, জলবায়ু ও পানিসম্পদে এডিপি বরাদ্দ মোট ২১৯ কোটি টাকা, সুনির্দিষ্টভাবে চরের জন্য ৮০ কোটি টাকা (৩৭ শতাংশ)
- বাজেট অধিবেশনের সমাপনী চরের উন্নয়নের বার্তাগুলো আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরা যায়।

Unnayan Shamannay

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে চরের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিতে বরাদ্দ অপ্রতুল

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে চরের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র

২১৭ কোটি টাকা

চরে বসবাসকারি মানুষের সংখ্যা ৭০ লক্ষের মতো। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে চরের জন্য কর্মসূচিগুলো থেকে সেবা পাবেন মাত্র

৯৪ হাজার চরবাসি

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে মোট বাজেটের ১৭ শতাংশ বরাদ্দ হলেও, এসে সুনির্দিষ্টভাবে চরের অংশ মাত্র

০.২ শতাংশ

Unnayan Shamannay

চরের বাজেট নিয়ে মধ্যমেয়াদি পথনকশা দাঁড় করাতে হবে ...

সামাজিক সুরক্ষা, এডিপিসহ বাজেটের অন্যান্য খাতের বরাদ্দের সুফলও যেন চরের মানুষের কাছে যথেষ্ট মাত্রায় পৌঁছে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সামাজিক সুরক্ষায় সুনির্দিষ্টভাবে চরের অংশ খুবই নগণ্য। এই অনুপাত অন্তত ২০ শতাংশ হওয়া চাই। মধ্যমেয়াদে এ লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

এডিপিতে চরের জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ ৩০ শতাংশে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে চরাঞ্চলের মানুষ বহুলাংশে পিছিয়ে আছে।

শিল্প ও ব্যবসাবান্ধব করছাড়ের সুবিধা নিয়ে চরে যেন বিনিয়োগকারিরা যান সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। চরে মানুষও আছে ভূমিও আছে।

Unnayan Shamannay

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনরুদ্ধারে চরের প্রতি সংবেদনশীল থাকতে হবে

করোনা মহামারির কারণে পুরো দেশের মতো চরের উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হয়েছে

করোনাকালে গ্রামে ফেরা মানুষের চাপও বেড়েছে

সরকারি ও অ-সরকারি প্রশংসনীয় উদ্যোগ থাকলেও আরও ভালো করা সম্ভব

বিশেষ করে চরের কৃষির উন্নয়ন পুরো অর্থনীতির জন্য সুফল বয়ে আনবে

Unnayan Shamannay

আগামীর পথনকশা

Unnayan Shamannay

বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চরাঞ্চলের বিপন্ন মানুষকে রক্ষার্থে আলাদা তহবিল গঠন, চরে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের বিকাশ, চরের কৃষির টেকসই উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়াসহ সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতা বাড়াতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ...

[০৭ জুন ২০১৭ মহান জাতীয় সংসদে চর উন্নয়ন বিষয়ক কৌশল প্রশ্নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ।]

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চরকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখছেন সেসবের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য চরের জন্য একটি আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

Unnayan Shamannay

চাই সকল অংশীজনের কার্যকর সমন্বিত অংশগ্রহণ

চরের উন্নয়নে সরকারের সাফল্য ও পরিকল্পনা

অ-সরকারি খাতের অভিজ্ঞতা হতে পারে সম্পূরক

ব্যক্তি খাতের ভূমিকা দিতে পারে নতুন গতি

- অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় প্রধান ভূমিকা রাখবে আধুনিক কৃষি
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ সামাজিক সেবার মানোন্নয়ন হবে প্রধানতম অগ্রাধিকার
- সার্বিক বিকাশের পরিকল্পনার কেন্দ্রে থাকবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা

Unnayan Shamannay

ধন্যবাদ

Unnayan Shamannay